ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

2 1 APR 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ১ ...

011

শীঘ্রই শিক্ষা কমিশন গঠিত হবেঃ এরশাদ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেনঃ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অচিরেই দেশে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে গঠিত এই কমিশন স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে সরকারের নিকট রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সোমবার বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির দুদিনব্যাপী দ্বি-বার্ষিক মহাসম্মেলনে প্রদত্ত এক বাণীতে একথা বলেন। শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এই মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান প্রেসিডেন্টের এই বাণী পাঠ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রেসিডেন্ট এরশাদের এই সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। বাণীতে প্রেসিডেন্ট বলেছেনঃ প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশনে বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের প্রতিনিধিও থাকবে।

প্রেসিডেন্ট বলেনঃ স্বনির্ভর ও সম্মানিত স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই শিক্ষার প্রতি আমার এবং আমার সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। শিক্ষক সমাজকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি সম্মানিত আসনে।

তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যেই শিক্ষকদের কল্যাণে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামী-তেও শিক্ষকদের সমস্যা এবং অভাব-অভিযোগ যথাসম্ভব সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি আপনাদেরই লোক। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে দেশ ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত। সবাই পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে সততার সঙ্গে সুপরিকল্পিত-ভাবে পরিশ্রম করলে ইনশাআল্লাহ

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

2 1 APR 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ১ ...

এরশাদ

(১-এর পৃঃ পর)

দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুছে ফেলতে পারবো। মেধার ভিত্তিতে আমাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত করে আগামী দিনের নেতৃত্বের জন্যে তৈরি করতে পারবো।

তিনি বলেনঃ শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড আর শিক্ষার মেরুদন্ড হচ্ছে শিক্ষক সম্প্রদায়। দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে ঐক্যবন্ধ-ভাবে কাজ করলে আমরা বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতির আরও উন্নতি, শিক্ষাঙ্গনে শান্তি, শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষার প্রসার এবং মান উন্নয়ন করতে পারবো।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ।

শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান একটি বাস্তব ও সার্বজনীন শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেনঃ শিক্ষা জনগণের প্রতি সরকারের অনুদান নয়—এটা হচ্ছে জনগণের মৌলিক অধিকার।

তিনি জানান যে আগামী সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এই শিক্ষা কমিশন ঘোষণা করা হবে।

তিনি বলেন যে বেসরকারী কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষক-দের জন্যে একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী গত বছরের জুলাই থেকে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের চিকিৎসা ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা, মূল বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ প্রদান সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ তার বক্তৃতায় সরকারী ও বেসরকারী কলেজ শিক্ষা এবং শিক্ষক-দের বেতন ভাতা ও পদমর্যাদার বৈষম্য অবসানের দাবী জানান। তিনি বলেনঃ একই দেশে বর্তমানে তিনটি শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। তা হচ্ছে বেসরকারী, সরকারী এবং জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষা।

শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক কাজী ফারুক সম্মেলন উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে প্রদত্ত এক মানপত্রে বলেনঃ শিক্ষার উন্নয়নে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সফল উদ্যোগসহ জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে দেশের শিক্ষক সমাজ সঙ্গে আছেন ও থাকবেন। মানপত্রে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে শিক্ষক নেতা হিসেবে অভিহিত করা হয়।